Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.51-59
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে সমাজ ভাবনা

পঙ্কজ কান্তি মালাকার

অতিথি শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, হারাঙ্গাজাও ইংরেজি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হারাঙ্গাজাও, ডিমাহাসাও, আসাম

Abstract:

Mithilesh Bhattacharya is a very socially conscious and environmental sensitive writer. He has been regularly practicing bengali short stories since the sixties. His contemporary social environment is clearly reflected in his writings. Financial recession, moral degradation, turbulent environment of Assam, Partition victim's life struggle etc have come up in his stories.The background of his stories is mainly Barak Valley. His stories seem to hold the prevailing picture of Barak's post-independence socio-economic environment along with the entire country.

Keywords: Barak valley, Post-independence, middle-class, communal violence, citizenship.

ভূমিকাঃ উত্তরপূর্বের বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে ছোটগল্পকার রূপে স্বনামধন্য মিথিলেশ ভট্টাচার্য। তিনি অত্যন্ত সমাজ ও অর্থনীতি সচেতন তথা পারিপার্শ্বিক স্পর্শকাতর লেখক। ষাটের দশক থেকে আবহমান কাল ধরে তিনি নিয়মিত ছোটগল্প চর্চা করছেন। তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে প্রতিফলিত হয় তাঁর সমসাময়িক আর্থ সামাজিক পরিবেশ। আর্থিক মন্দা, নৈতিক অবক্ষয়, আসামের অশান্ত পরিবেশ, ছিন্নমূল জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে তাঁর গল্পগুলোতে। তাঁর গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট মূলত বরাক উপত্যকা। তাঁর গল্পগুলো যেন সমগ্র দেশের সাথে বরাকের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বহমান ছবি নিদর্শনমূলক ভাবে ধরে রাখছে। বর্তমান আলোচনা পত্রের লক্ষ্য লেখকের গল্পে প্রতিফলিত আর্থ সামাজিক চিত্রকে পর্যালোচনা করা।

বরাক উপত্যকা হলো অধুনা আসাম প্রদেশের দক্ষিণাংশের তিনটি জেলা বিশিষ্ট উপত্যকা সমভূমি। ভৌগলিকভাবে আসামের বড় অংশ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে বড়াইল অটবীভূখন্ডে বরাক উপত্যকা বিচ্ছিন্ন।উপত্যকার পূর্বপাশে রয়েছে মণিপুর ও মিজোরাম প্রদেশ, দক্ষিণে ত্রিপুরা প্রদেশ,পশ্চিমে বাংলাদেশ, উত্তর পশ্চিমে মেঘালয় প্রদেশ। উত্তরে উত্তর-কাছাড় জেলা (অধুনা ডিমাহাসাও জেলা) দিয়ে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত উপত্যকা। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আসামের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে বরাকের রাজনৈতিক ও নাগরিক যাপন জড়িত। সমগ্র দেশের সাথে উপত্যকা উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা হয়ে একটি জাতীয় সড়ক ও রেলপথ এবং মেঘালয় রাজ্য হয়ে একটি জাতীয় সড়কে সংযুক্ত। তিনটি যোগসূত্র'ই পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমেছে, তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বরাকের

জন্য প্রতিবছরের নৈমিত্তিক ঘটনা। তার উপর মেঘালয় রাজ্যের অশান্ত পরিবেশে যখন তখন রাস্তা অবরোধ বরাকের যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। এবং এসবের আঘাত পড়ে বরাকের অর্থনীতিতে। লেখক বেশ কয়েকটি গল্পে এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে গল্প স্থাপন করেছেন।মিথিলেশ বাবুর গল্পে অর্থনীতি পরিসর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তাঁর গল্পে মুখ্যত বরাকের প্রেক্ষাপটে আসামের তথা সমগ্র দেশের স্বাধীনোত্তর আর্থ-সামাজিক পরিসর অবলোকন করা যায়। বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক একটা পরিচিতি রয়েছে।বাংলার তথা আসামের নির্মাণ বিনির্মাণে বরাক উপত্যকা 'নির্বাসিত শ্রীভূমি'। বরাক উপত্যকা মূলত বঙ্গীয় সমভূমির পূর্ব প্রান্তীয় সমভূমি। ঔপনিবেশিক যুগে আসাম প্রদেশ গঠনের সময় ১৮৭৪সালে কাছাড় ও শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। দেশভাগের সময় সিলেট গণভোটের কূটনৈতিক ফলে সিলেটের খন্ডিত অংশ করিমগঞ্জ জেলা ভারত-ভুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অংশ বাঙালি অধ্যুষিত, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি জনবসতি সংখ্যালঘু। দেশভাগের বলি বাঙালি একাংশ আসাম প্রদেশে আশ্রিত হয়েছিল। বাংলা ছোটগল্পকার মিথিলেশ বাবুর গল্পে মূলত এই বরাকের বাঙালি জীবন যাপনকেই উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গত শতকের রচিত অনেক গল্পে দেশভাগের উল্লেখ শুধু চরিত্র বা প্রেক্ষাপট গঠনে ভূমিকা রাখে কিন্তু বর্তমান শতকে ডি-ভোটার ও এনার্সির প্রক্রিয়ার মতো হয়রানির যুগে গল্পে দেশভাগ ও নাগরিকত্ব গল্পের মুখ্য বিষয় হিসেবে নিয়ে কাহিনি নির্মাণ করে আসামের তরঙ্গতাড়িত বাঙালি জীবনের তত্ত্ব ও প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পগুলোর পর্যালোচনায় স্বাধীনোত্তর ভারতের সাথে বরাক ও বরাকের বাঙালির আর্থ সামাজিক পরিবেশের বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

মূল আলোচনাঃ মিথিলেশ বাবুর বেশিরভাগ গল্প উঠে এসেছে শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা। তাঁর গল্পগুলোর পটভূমিকার সময়কাল মূলত স্বাধীনোত্তরকালের, অনুমেয় যে সত্তরের দশক থেকে আবহমান কালের।তাঁর কিছু গল্পই রয়েছে সময় নামে, যেমন 'দৌড় ৪০', 'সন ১৩৮১'। অতএব তাঁর গল্পে বর্ণিত সময়কালের পরিধি আছে। তিনি গল্পচর্চায় অবলোকন করছেন স্বাধীনোত্তর কালের আর্থ সামাজিক পরিবেশকে।

তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে তিনি দেখিয়েছেন শহুরে চাকুরীজীবী পরিবারদের।এমন নিদর্শনমূলক গল্প যেমন 'কক্ষপথ', 'গোপাল যখন বিচারক', 'দৌড় ৪০', 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া', 'মুরলীধর' ইত্যাদি। তাঁর গল্পে আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে তাঁর গত শতাব্দীর রচনাগুলোতে, 'কক্ষপথ','চৈত্রপবনে' গল্পসংকলনের গল্পগুলোতে। স্বাধীনোত্তর কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে বরাকের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাকেই অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন গল্পগুলোতে। একাধারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি অন্যধারে সীমিত রোজগারে মধ্যবিত্ত জীবন পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতে কিভাবে হিমশিম খেতে হচ্ছে তার নিদর্শন রয়েছে গল্পগুলোতে। যেমন- 'কক্ষপথ' গল্পের কথক মাসের শেষ দিক তাই ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করে ওষুধ কিনছে না, 'গোপাল যখন বিচারক'এর গোপাল অল্প আয়ের অবস্থায় অতিরিক্ত খরচ না বাড়ানোর জন্য ফিতা ছেঁড়া চপ্পলকে সেলাই করিয়ে আরো কয়েকমাস চালিয়ে নিতে চলেছেন। 'মুরলীধর' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে মধ্যবিত্তদের জীবনযাপনের আর্থিক হিসেব নিকেশ খুব সংযমের মধ্যে করতে হয়, কথক বছরেও একবার ঘরে চুনকাম করার ভাবনা ভাবতে পারেন না,কম মজুরির মজুর খুঁজে কাজ চালান। 'সন ১৩৮১' গল্পে বরাকের বাজারে প্রয়োজনীয়

বস্তু যেমন কেরোসিনের অভাব ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিদর্শিত হয়েছে। বন্যাপ্লাবিত বরাক উপত্যকায় সন ১৩৮১তে প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর যে আর্থিক মন্দা নেমেছিল তার উল্লেখ আছে।

'দৌড় ৪০' গল্পটি যেন স্বাধীনোত্তর ৪০বছরের একটি সম্যক পর্যালোচনা। গল্পটিতে নেতা জনতার বিচ্ছিন্ন সামাজিক বক্তব্যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে প্রাপ্তি - বিফলতা ও পরিকল্পনার কোলাজ তৈরি করা হয়েছে।গল্পের প্রথমেই দাঙ্গার আতঙ্কের চিত্রের, দ্বিতীয়ে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর উপলক্ষে নেতার ভাষণ। ভাষণের খন্ডাংশ গল্পে উল্লেখিত হয়েছে, যেমন-

"-একটি নতুন দেশ, নতুন জাতি গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে একদিন আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম।"[১]

"-বন্ধুগণ। ১৪দফা কার্যসূচী এখন ৪০দফায় নিয়ে এসেছি আমরা। এই কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমেই দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা লাভ করবে।"[২]

-দুটো উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও প্রতিশ্রুতি। যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন ভারতের পথচলা শুরু হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি, চল্লিশ বছর পরেও রাজনেতাদের প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি মানে আরো স্বপ্ন দেখানো। গল্পটিতে অর্থনৈতিক ও সম্প্রীতির দুরাবস্থার আভাস দেওয়া হয়েছে।স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও তে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি বিষয়টি স্পষ্ট করেন 'কর্কটক্রান্তি' গল্পে ।গল্পটি শুরু করেন ১৯৯৮সনের আনন্দবাজার পত্রিকার একটি শিরোনাম উদ্ধৃতি দিয়ে-
"কীভাবে ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব? ..."[৩]

তথ্যসূত্র দিয়ে শুরু করে একটি নিদর্শন রাখেন গল্পটিতে, এক নিম্নবিত্ত পরিবার অভাবের তাড়নায় কঠোর সংগ্রাম শেষে সপরিবারে আত্মঘাতী হয়।এই অর্থনৈতিক দূরাবস্থার জন্য তিনি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঝড় বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে,উভয় গল্পে 'কর্কটক্রান্তি' 'দৌড় ৪০'এ।

'দৌড় ৪০' এ স্বাধীনোত্তর চল্লিশ বছরে দেশের অন্যতম বিপত্তি উল্লেখ করেছেন,তা হলো-

"-বন্ধুগণ! দেশ আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সন্ত্রাসবাদ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্ম ও ভাষা বিভেদ...।"[৪]

সর্বভারতীয় স্তরে এই বিভেদের চূড়ান্ত ভয়াল দন্তাঘাতে একতা মৈত্রী সম্প্রীতি তলানিতে ঠেকেছিল, তারই প্রেক্ষিতে ও প্রভাবে 'শান্তির দ্বীপ' বরাকের সামাজিক পরিবেশেও যে অবনতি ঘটেছিল তার নিদর্শন স্বরূপ। তিনি লিখেছেন 'একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র', 'শেয়ালগুলো' ইত্যাদি গল্প। সাম্প্রদায়িক ও মানবিক অবক্ষয় প্রকাশধর্মী গল্পে শিল্পীহস্তের মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয় বা দুর্যোগকে তিনি অতিলৌকিক বা অমানবিক হিংস্রতার প্রতীকে এঁকেছেন। নারী অপহরণকারী দুষ্কৃতিদের 'রক্ত মাংসলোভী বুনো কুকুর' বলেছেন 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া' গল্পে, উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসকে 'অজগর' আখ্যা দিয়েছেন 'অজগরটি আসছে তেড়ে'গল্পে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের 'শেয়াল'এর প্রতীকে এঁকেছেন 'শেয়ালগুলো' গল্পে, দাঙ্গা'কে এঁকেছেন এক অতিলৌকিক দানব রূপে 'একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র' গল্পে।

সর্বভারতীয় দাঙ্গা বিরোধী গল্পের ধারায় মিথিলেশ বাবুর 'একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র' গল্পটি উল্লেখযোগ্য গল্প। এই গল্পে রয়েছে অসাধারণ শৈল্পিক কারু ও বিপত্তির সমাধান। গল্পটি

১৯৯০খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত।গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি অতিলৌকিক দানব বেশে শিলচর শহরে প্রবেশ করে,সে পূর্বতন সব হিংস্রতার রেকর্ড ভাঙছে চায় কিন্তু তাকে হার মানতে হয় জনতার সংঘবদ্ধ অহিংস প্রতিরোধের মুখে।নিরস্ত্র এই গণপ্রতিরোধের ভয়ে মুখ লুকিয়ে পালাতে হয় অতিলৌকিক দানবটিকে। সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার প্রতিরোধে বা সমাধানকল্পে তিনি সূত্র ভেবেছেন গণপ্রতিরোধের । তার দুবছর পর বরাকের ১৯৯২এর একটি দাঙ্গার সম্ভাবনা বা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে 'শেয়ালগুলো' গল্প রচনা করেছেন। গল্পটিতে বর্ণিত যে সভ্য সমাজে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি রয়েছে কিন্তু এক কূটিল চক্র এক হিংস্রতার পরিকল্পনা করছে।সেই কূটিল হিংস্ররা রাতের অন্ধকারে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হানবে,তারই সম্ভাবনায় কথক (জনমানস) আতঙ্কিত। দাঙ্গা হাঙ্গামার বীভৎসতাকে তিনি অনেক গল্পে অঙ্কন করেছেন,সেই বর্ণনাগুলো পাঠে সহৃদয় পাঠক হৃদয় আর্তনাদ করে উঠে-

"ব- ন্দে- মা- ত- র- ম!"
"আ- ল্লা- হো- আ- ক- ব- র!"

পর পর দু'টি উচ্চকিত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে- আচমকা- গভীর রাতের বুক চিরে যেন ফিনকি দিয়ে ওঠে দুটি রক্তধারা!...

"চিৎকার-চেঁচামেচি, কচি ও বয়স্কদের গলার অসহায় কান্নার শব্দে, আর্ত হাহাকারে এই বুঝি ভরে ওঠে নিশুতি রাত্রের আপাত শান্তি, স্তব্ধতা।"[৫]

দাঙ্গা তো নারী শিশু বৃদ্ধ দেখেনা, পায়ের তলায় দলে যায় মানুষের প্রাণ।হরে সামাজিক শান্তি,জনসমাজ হয় আতঙ্কিত। আরেকধরনের আতঙ্কের উল্লেখ আছে 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া' গল্পে, নারীমাংসলোভী দস্যুদের আতঙ্ক সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। এই যে সমাজে মানবিক নৈতিক তথা সামাজিক অবক্ষয়, তার কারণ নিয়ে চর্চা হয়েছে 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া' গল্পে। গল্পটিতে বর্ণিত বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজের ঐতিহাসিক কারণ হিসেবে কথক চর্চা করছেন-

"-সাতশো বছরের মুসলমান রাজত্ব, আড়াইশো বছরের ইংরেজ রাজত্ব, রক্তে গোলামি। -তারপর দেশভাগ। -সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়!"[৬]

এইসবকে তিনি অবক্ষয়ের কারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে দেশে এই অবক্ষয়ের অন্যতম একটি কারণ হলো বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার বিশৃঙ্খলা।তারপরে দেশভাগের মতো বিপর্যয় জাতিকে সংঘর্ষ সঙ্কুল করে তুলেছে। দেশভাগ তার বেশিরভাগ কাহিনির প্রেক্ষাপটেই ছায়ার মতো আছে।বরাকের এক বড় অংশ ছিন্নমূল।সমাজ সচেতন লেখক এতবড় সত্যকে এড়িয়ে যাবেন না,এটাই স্বাভাবিক। তার অনেক গুলো গল্পে চরিত্র নির্মাণে বা কাহিনির প্রেক্ষাপটে ছিন্নমূল জীবন বা দেশভাগ রয়েছে। এবং মিথিলেশ বাবু দেশভাগ মূলক কাহিনির জন্য প্রখ্যাত। ছিন্নমূল জনতা ও তাদের সামাজিক যাপন নিয়ে তিনি বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। দেশভাগ মূলক গল্পসংকলন আছে 'দেশভাগের গল্প' নামে। 'জন্মভূমি পুনশ্চ' গল্পে একটি শৈল্পিক আচ্ছন্নতায় বর্ণনা করেন-

"স্বপ্নের হরিণেরা- জয়ন্ত ভাবে অথবা মনে মনে বলতে থাকে- স্বপ্নের হরিণেরা ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মত ঝিলমিলে এক ভোরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল- কচি বাতাবিলেবুর মত সবুজ সুগন্ধি ঘাসের গালিচায় জীবনটাকে কানায় কানায় উপভোগ করবে ভেবে- হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে শিকারিরা এলো- কসাইরা

এলো- একটা অদ্ভুত শব্দ হল- অনেকগুলো শব্দ হল- বন্দুক আর ছুরির ঝলসে কেঁপে উঠল চরাচর- ধোঁয়া আর ধুলোয়, রক্তিম ধুলোয় ঢেকে গেল সূর্যের আলো- হরিণেরা পালাতে পারল না- শুধু এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকল- ছুটতে থাকল…'[৭]

এই রূপক বাক্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হরিণের স্থলে ছিন্নমূল,ভোর স্থলে স্বাধীনতা, কসাই স্থলে দেশভাগ হবে। দেশভাগের শিকারেরা প্রাণ ও ধর্ম রক্ষার্থে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পর ভারতখন্ডে আশ্রয় নিল। কিন্তু এই যে 'ছুটতে থাকল- ছুটতে থাকল…' ছিন্নমূল জাতির ললাট লিখন হয়ে গেল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। উত্তরপূর্ব ভারতে এই যাতনা দ্রৌপদীর শাড়ির মতো দীর্ঘায়িত হয়েছে, আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগতে হচ্ছে। উত্তরপূর্বে বা সমগ্র ভারতে উত্তরপূর্বের বাংলাভাষী অর্থে 'বাংলাদেশী' ধারণা করা হয়।এই ধারণা ভুয়ো কিন্তু এক ভয়ঙ্কর ধারণা,এই ধারণা থেকেই জন্ম হয় নাগরিকতার প্রশ্ন।লেখক এই ভুয়ো রটনা ভাঙতে লিখছেন-

"সেদিন আমার এক পরিচিত দোকানে একজন কেরালাইট ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। দু'-একটা কথার পরই ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করল আমরা কি সবাই 'বাংলাদেশি'? আমি বললাম, "নিশ্চয়ই নয়। পার্টিশনের পর পরই আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি তখন তো ওটার নাম বাংলাদেশ ছিল না।"[৮]

এখানে লক্ষণীয় যে সমগ্র দেশে উত্তরপূর্বের বাঙালি মাত্রেই 'বাংলাদেশী' বলে রটনা করা হয়েছে। 'বাংলাদেশী' শব্দটা কূটনৈতিক ভাবে এক ভয়ঙ্কর শব্দ,বাংলাদেশী বললে একাত্তর সনের পরবর্তী প্রব্রজন ধারণার জন্ম দেয়। মুখ্যত দেশভাগের বলি হিন্দু বাঙালি প্রব্রজন ঘটেছে দেশভাগ পরবর্তী কালে ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে,তারপরে হলেও কম সংখ্যায়।তাই পারিপার্শ্বিক সচেতন তথা স্পর্শকাতর ভ্রান্তি ভাঙতে উক্ত কূটনৈতিক উক্তির অবতারণা।

আসামে বিপুল শরণার্থী প্রব্রজনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীরা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষার অভাববোধে তুমুল রাজনৈতিক তথা হিংস্র আন্দোলন সংঘটিত হয়।কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার তাদের আন্দোলনের মুখে তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়, ১৯৮৫সনে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অসম চুক্তি মতে আসামকে বিদেশি মুক্ত করতে হবে,সেই থেকে আসামে বিভিন্ন বিদেশি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডাউটফুল ভোটার প্রক্রিয়ায় যে ছিন্নমূল সমাজকে হয়রান করা হচ্ছে তার উল্লেখ পাই 'বর্জ্য পদার্থ' ও 'ফকিরচন্দ্রের ভিটেমাটি' গল্পে। 'ফকিরচন্দ্রের ভিটেমাটি' গল্পে নিদর্শিত যে ডি-ভোটারের মতো প্রক্রিয়ায় একজন নিম্নবিত্ত বা অল্পশিক্ষিত কিভাবে দুশ্চিন্তিত ও হয়রান হয়। প্রথমত বুদ্ধির অভাব দ্বিতীয়ত বুদ্ধি পেলেও টাকার অভাব।ডি-ভোটারের নামে যে ভয়ানক পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে আসামে তার এক আতঙ্কিত চিত্র এঁকেছেন আলোচ্য গল্পে-

"…দেশের যা হাল হয়েছে, যাকে ইচ্ছে বাংলাদেশি নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে, ডি-ভোটার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দিচ্ছে…

- তুমি বেশ ঘাবড়ে গেছো দেখছি? …

-ঘাবড়াচ্ছি কি সাধে? তুমি জানো, ওই যে দুর্গা বস্তির কাঠমিস্ত্রি নবীন, যাকে তুমিও চেনো, ওর বাবা মা সকলেই এ-দেশের মানুষ, সে নিজেও জন্মেছে ওই বস্তিতে, ওদের নামে এমন কি ওর মরা বাবার নামেও বিদেশি নোটিশ এসেছে।"[৯]

ডি-ভোটারের মতো ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ ভুল নোটিশ এসে ন্যায্য নাগরিককেও হয়রানি করে ও তৎসঙ্গে সমগ্র বাঙালি সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে এসব নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়াগুলি।যখন

আতঙ্ক চূড়ান্ত, আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগে প্রতিবাদহীন অসহায় সত্য ভারতীয় সত্ত্বা নিদ্রায় আর্তনাদ করে উঠে-

"মহারাজ! আমরা এই দেশের আদি ও কৃত্রিম নাগরিক , বর্তমান সরকার বাহাদুরের কাছে তা প্রমাণ করা বড় জরুরী হয়ে পড়েছে!"[১০]

'তর্পণ-বিধি' গল্পটির একটি শৈল্পিক ব্যঞ্জনা রয়েছে একধারে রয়েছে ১৯শে মে'র উল্লেখ অপরধারে রয়েছে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টার উল্লেখ।স্বাধীনোত্তর কালে উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের প্রতাপে আসামে সাংস্কৃতিক শোষনের প্রতিবাদে গর্জে ওঠার ঐতিহাসিক দিন ১৯শে মে অর্থান্তরে স্বাধীনোত্তর কালে উত্তরপূর্ব ভারতে বাঙালি শোষনের এক চিহ্ন কিন্তু অপরধারে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বাঙালির প্রাণপণ সাধনা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন দেশে হিন্দু বাঙালি পেল শরণার্থী জীবন,চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভূমিহীন হয়ে বাঁচা।পেল না স্বাধীন দেশে নাগরিক সমতার সঙ্গে সসম্মানে বাঁচা।যুগে যুগে নাগরিকত্ব পরীক্ষার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।শূণ্যহস্তে প্রাণ নিয়ে উঠে আসা ছিন্নমূলদের কঠোর উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রাম এঁকেছেন 'এক যে ছিল' গল্পে।কথকের কাকা ভিক্ষেবৃত্তি করে শরণার্থী জীবন থেকে মুক্তি পেতে চিরতরে ইহলোক থেকে মুক্তি নেন। শরণার্থীদের চাষের ভূমি ছিল না তাই অ-কৃষি জীবিকা গ্রহণ করতে হয়। সেই শূন্য হস্ত থেকে কঠিন আর্থিক ও সামাজিক সংগ্রাম করে ওঠে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।একটা বিষয় লক্ষণীয় যে শরণার্থীদের প্রথম প্রজন্মকে নিজস্ব জমিতে কৃষিকাজে বা গৃহস্থীতে কোন গল্প আঁকা হয়েছে তেমন গল্প দুর্লভ।তার যুক্তি পাওয়া যায় 'এক যে ছিল' গল্পের নিবারণ চরিত্রের বাণীতে-

"...আমরা রিফুজি মানুষ। এদেশে আমাদের কোন জমি মাটি নেই যে গেরস্তি করে খাবো।..."[১১]

তাই তাদের গৃহস্থালি ভিন্ন অন্যধরনের জীবিকার সন্ধান করতে হয়েছে। বিভিন্ন কায়িক শ্রম, বৌদ্ধিক শ্রম, ছোটখাটো ব্যবসা ইত্যাদি জীবিকার সন্ধান করতে হয়েছে ও হচ্ছে। ছিন্নমূল প্রথম প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের যারা শিক্ষিত ছিল তারা সরকারি বা বেসরকারি চাকুরী জুটিয়েছিল। তাই অর্থনৈতিক ময়দানে ছিন্নমূলদের আনাগোনা চক্ষুশূল হয়েছে উত্তর-পূর্বের স্থানীয়দের।

'হরণ বা নির্বাসন পর্ব' গল্পে তিনি আসামের ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী সমস্যার উল্লেখ করেছেন।উগ্রপন্থীদের আশ্রয়ভূমি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ।লেখক বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের দেশে উগ্রপন্থীদের আশ্রয়ভূমি তবু তারা কেন কোন পদক্ষেপ নেয় না? এই যে উগ্রপন্থীরা নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষদের অপহরণ করে মুক্তিপণ চায় তারা কি জানে না এই অল্পস্বল্প আয় করা লোকগুলো মুক্তিপণ দেবে কোথা থেকে। উগ্রপন্থী তো বিবেকহীন হয়। তেমনি সামাজিক বাসস্থানের বধ্যভূমি হয়েছিল আসাম। 'দৌড় ৪০'এ যে আতঙ্ক তাড়া করছিল সেই আতঙ্ক তো আসামের জনমন থেকে মিটলো না এই শতকের গল্পে এসেও।

তত্ত্ব'ও তাঁর হাতে গল্প হয়ে ওঠে আমরা লক্ষ্য করেছি 'একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া'তে, তেমনি 'জগৎ পারাবারের তীরে' গল্পে একটি সমাজদর্শন তিনি গল্পাকারে উপস্থাপন করেছেন। সমাজে চলছে ক্ষমতার দখল ও ক্ষমতার দৌড়।কেউ কারো জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়।অগ্রগামীর কাছে ক্ষমতার দৌড়ে হেরে গেলেও আসন ছাড়তে অনিচ্ছুক থাকে পূর্বতন যার ফলে সংঘর্ষ হয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর গল্প প্রতীকী হয়ে ওঠে, তার সমাজ ভাবনা শিল্পিত প্রকাশ পায়। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তার পাঠ প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য করেছেন-

“রূপক আর ব্যাঞ্জনা যেন লেখকের সহজাত দক্ষতা।“[১২]

উপসংহারঃ লক্ষণীয় যে মিথিলেশ ভট্টাচার্য সমকাল ও সমাজ সচেতন শিল্পী। তিনি ছোটগল্প চর্চায় সমাজ ভাবনা'কে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। তিনি অনেক গল্পে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন যা রচনাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করে। তিনি গল্পগুলোতে সমকালের ছবি তুলে রাখতেন, তার গল্পগুলোর পাঠে একটি সমাজ আখ্যান পাওয়া ।যদি ‘দৌড় ৪০’ থেকে আবহমান গল্প অবধি পর্যালোচনা হয় তবে তাঁর গল্পের সময়খন্ডের শুরু স্বাধীনোত্তর কাল থেকে।তবে একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে তার গল্পে দেশভাগ মুখরিত বিভাগ নির্ধারিত হয়ে ওঠেনি হয়ে উঠেছে স্বাধীনোত্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বিষয়ক গল্প। তিনি তার গল্পে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের তথা ভারতের প্রেক্ষাপটে বরাকের আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলের পর্যালোচনা করেছেন। তার লেখার পটভূমিকা মূলত বরাক ভিত্তিক এবং তিনি ষাটের দশক থেকে আবহমান কাল অবধি লেখায় রত, তাই তার গল্পসমগ্র স্বাধীনোত্তর দীর্ঘকালের দেশের সাথে বরাকের সমাজ বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিগত কালের রাজনীতিকে লক্ষ্য করে ‘জন্মভূমি,পুনশ্চ’ গল্পে তিনি শুরুতেই ব্যঙ্গ করে বলছেন-

“-দেশে এখন দু’টো সরকার…“
-উঁহু। দুটো না, তিনটে…
-তিনটে।

“-পাবলিক তো একটা রয়েইছে; অন্য দুটো হচ্ছে- ব্যবসায়ী আর সন্ত্রাসবাদী। মজা কি জানিস, ও দু’টোর কোন পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট নেই অথচ ওরাই গোটা দেশটাকে কব্জা করে রেখেছে।“[১৩]

গত শতকের তিনি এই ধারণায় পৌঁছেছেন যে গণতন্ত্রের আড়ালে দেশে চলছে অর্থতন্ত্রের ও সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব। সেই আবহে দেশবাসী অর্থনৈতিক দুরবস্থায় নিপীড়িত। আতঙ্কবাদীদের উৎপাতে সামাজিক যাপনে আতঙ্কিত। বিশেষ করে আসামের বাঙালিদের সামাজিক ও নাগরিক যাপন স্বাধীনোত্তর কাল থেকে আবহমান কাল অবধি আতঙ্কের সঙ্গে বাঁচা।

লক্ষণীয় যে তাঁর গল্পে সমাজচর্চা শুধু পটভূমিকা রচয়িতা নয়,বরং তা কাহিনির নিয়ন্ত্রক চরিত্র হয়ে ওঠে।'গোপাল যখন বিচারক', ‘কক্ষপথ’, ‘দৌড় ৪০’, ‘সন ১৩৮১’, ‘তর্পণ-বিধি’, ‘কর্কটক্রান্তি’, ‘জন্মভূমি, পুনশ্চ’ ইত্যাদি গল্পে উক্ত লক্ষণ রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করে মধ্যবিত্ত জীবন, এই ঘটনাই কাহিনির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে অনেকগুলো গল্পে।তার পর্যবেক্ষণে একটা বিষয় স্পষ্ট দারিদ্র্য বিমোচনের শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে রাজনীতি কিন্তু এখনও সিংহভাগ সফলতা আসেনি।

স্বাধীনোত্তর কালে,বিশেষত আশি নব্বইয়ের দশকে ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ধর্মের নামে ভাষার নামে তুঙ্গে ছিল। তার প্রভাব বরাকেও পড়েছিল। যদিও বরাকের সমাজে সৌহার্দ্যের বাতাবরণ রয়েছে কিন্তু এই শান্তির দ্বীপেও অশান্তি সৃষ্টিকারী শেয়ালের আগমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সময়ে দুঃসময়ে।

আসামের নাগরিকতা যাচাইয়ের নামের হয়রানি ছিন্নমূল সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে, তাদের নাগরিক বীক্ষার উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রতি তিনি গল্পে চর্চা করেছেন। ছিন্নমূল মানুষের যাপন নিয়ে চর্চা করেছেন।

সমাজের মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতি তিনি তীব্র সোচ্চার হয়েছেন।সমাজের শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন বুনো কুকুর, অজগর, শেয়াল রূপকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর ধারণায় এর পিছনে কারণ হিসেবে রয়েছে বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার প্রভাব। তিনি গল্পে শুধু সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করেননি, তিনি শৈল্পিক কারুতে একাধারে সুন্দরের সৃজন করেছেন অন্যধারে কল্যানের তথা সমাধানের আলোচনা করেছেন। তাঁর সমাজভাবনা আঞ্চলিকের পটভূমিকায় শুরু হয়ে বিশ্বভাতৃত্ব ও মৈত্রীর সন্ধান করেন ।

তথ্যসূত্রঃ

1) ভট্টাচার্য, মিথিলেশ; দৌড় ৪০; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ৩৫।
2) তদেব; পৃঃ ৩৬।
3) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ; কর্কটক্রান্তি; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ৩৫।
4) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ; দৌড় ৪০; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ৩৭।
5) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ;একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ৪৭।
6) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ; সৌরকলঙ্কে তার ছায়া; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ৭৭।
7) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ; জন্মভূমি,পুনশ্চ; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ১৭০।
8) তদেব; পৃঃ ১৬৬।
9) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ;ফকিরচন্দ্রের ভিটেমাটি; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ১৮৪।
10) তদেব;পৃঃ ১৮৬।
11) ভট্টাচার্য,মিথিলেশ; এক যে ছিল; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ১৭৬।

12) চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ; ভাষা ও বুনোটের যুগলবন্দিতে বিন্যস্ত গল্প সংকলন মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'শ্রেষ্ঠ গল্প; Bidyutkotha.blog; Access Date- 4/09/23; Time- 8:45PM লিংক- https://bidyutkotha.blogspot.com/2022/08/blog-post_8.html?m=1
13) ভট্টাচার্য, মিথিলেশ; জন্মভূমি, পুনশ্চ; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ; পৃঃ ১৬৫

আকরগ্রন্থঃ

1) ভট্টাচার্য, মিথিলেশ; শ্রেষ্ঠ গল্প; চিন্তা প্রকাশনী, কলকাতা; ২০২২খ্রিঃ।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

1) রায়,সব্যসাচী; অভিবাসন,নাগরিকতা ও আসাম, প্রাক উপনিবেশ কাল থেকে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন; বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর;২০২২খ্রিঃ।
2) দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত; সম্পাদনা প্রসূন বর্মন; গাঙচিল; কলকাতা; ২০২৩ খ্রিঃ।
3) দাঙ্গাবিরোধী গল্প; সম্পাদনা কমলেশ সেন; ন্যাশনেল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা; ২০১৭।
4) শিকড়ের খোঁজে- প্রেক্ষিত বরাক-সুরমা; সম্পাদনা বিমলাংশু রায় ফাউন্ডেশন,শিলচর; ২০২১খ্রিঃ।
5) চট্টোপাধ্যায়, ডবানীপ্রসাদ; দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী; আনন্দ; কলকাতা; ২০১৩খ্রিঃ।
6) ভট্টাচার্য,বিজিৎকুমার; উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য,১ম খন্ড; সাহিত্য প্রকাশনী,হাইলাকান্দি; ২০০২খ্রিঃ।
7) কৈরী, সনৎকুমার; কাছাড়ের ইতিবৃত্ত; পূজা পাবলিকেশন, শিলচর; ২০১৩ খ্রিঃ।

সহায়ক পত্রিকা:

1) প্রবাহ; বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২; সম্পাদনা আশিষরঞ্জন নাথ; লালা, হাইলাকান্দি; ২০২২খ্রিঃ।
2) গল্পের উত্তরপূর্ব যাপনকথা; ৮ম সংখ্যা, সম্পাদক কান্তারভূষণ নন্দী; ২০২১খ্রিঃ।
3) সেনগুপ্ত,জ্যোতির্ময়; অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্পঃ অশান্ত সময়ের দলিল; আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ; Access date-11/10/23;Time- 00:49 লিংক- http://www.bangabidya.org/wp-content/uploads/2015/02/14-Bangabidya.pdf.
4) দে,নন্দন; মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা; Journal Of Emerging Technology And Innovative Research; ISSN- 2349 5162; Vol-9; Issue-4; April; 2022;AccessDate11/10/23;Time1:13লিংকhttps://www.jetir.org/papers/JETIR2204061.pdf.
5) চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ; ভাষা ও বুনোটের যুগলবন্দিতে বিন্যস্ত গল্প সংকলন মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'শ্রেষ্ঠ গল্প; Bidyutkotha.blog; Access Date- 4/09/23; Time- 8:45PM লিংক- https://bidyutkotha.blogspot.com/2022/08/blog-post_8.html?m=1.